REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴২০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মহাবল হালুয়া

অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী ভুঁইকুমড়া, আলকুশী, সালেমমিশ্রী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর ও সর্ব্বধাতুপোষক উপাদান দ্বারা প্রস্তুত—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, ওজঃক্ষয় স্মৃতিশক্তিহীনতা, বীর্য্যতারল্য প্রভৃতি রোগের বল, বীর্য্য, মেধা ও প্রাণবিবর্দ্ধক মহৌষধ শিক্ষক ছাত্র ও মস্তিষ্ক-চালনাকারিদিগের পরম সুহৃদ্। ২০ দিন সেবনোপযোগী আধ পোয়ার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় বি, এ।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

১৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২২শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৫ ইংরাজী 6th March 1929. | ৩৭শ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩৮ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অথবা পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস একত্রিত অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন শীত ও বসন্ত আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সন্ধি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন মুখকে সুন্দর করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন চুলকে খুব কাল করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চিন্তাশীলের সহায়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন রমণীর অতি প্রিয়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

মূল্য আট আনা মাত্র

কর্পূরারিষ্ট ঘর কারয়া রাখা উচিত।

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ।

হাঁপ, যক্ষ্মা, কাশি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অতিসার, অর্শ, মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, একশিরা, মূর্চ্ছা, বাধক, সূতিকা, নাসা, কুষ্ঠ, গোদ ইত্যাদি যাবতীয় রোগ ১ সপ্তাহে আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের অসুখ হইলে ২ সপ্তাহ কাল ঔষধসেবন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সকল প্রকার মাদুলীও পাওয়া যাইবে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীশ্রীদামচন্দ্র কর্ম্মকার।
জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ওযকৃতসংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ বার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডাক্তার নন্দলাল পাল এণ্ড সন্স।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বেলজিয়ম ও ফরাসী দেশীয়

প্রিমিয়ম বণ্ড

সুদ ও লটারীর একত্র সমাবেশ।

সামান্য মূলধনে প্রতিমাসে লক্ষপতি এমন কি দশলক্ষপতি হইবার সুযোগ।

পুঁজি হারাইবার আদৌ আশঙ্কা নাই।

ব্যাপার খানা কি? দেখুন।

এতদ্দেশে যেমন 'ওয়ার বণ্ড', ক্যাস সার্টিফিকেট, কোম্পানির কাগজ, মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার প্রভৃতি কিনিয়া লোকে টাকা খাটাইয়া থাকে, প্রিমিয়ম বণ্ড ফরাসী (ফ্রান্স) দেশে টাকা জমাইবার বা খাটাইবার একটী সুন্দর উপায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে—সুদের টাকা তো ছয়মাস অন্তর বা বৎসর অন্তর পাইবেনই উপরন্ত মাসে মাসে (কোন কোন বণ্ডে বৎসরে ছয়বার বা চারিবার) বণ্ডহোল্ডারগণের মধ্যে খুব মোটা টাকার ড্রইং (লটারী বা সুরতি) গবর্ণমেন্ট অফিসার ও বণ্ডহোল্ডারগণের সম্মুখে হইয়া থাকে। জাল জুয়াচুরি বা তঞ্চকতার ভয় নাই। সামান্য টাকায় বণ্ড কিনিয়া অনেকে অদৃষ্ট ফিরাইয়া লইতেছে। অনেক কাঙ্গাল

[৩]

বৎসর বৎসর লক্ষপতি হইতেছে। ভারতবর্ষেও অনেক শিক্ষিত ভদ্র লোক রাজা মহারাজা জজ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এই প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করিয়াছেন। যাঁহারা ফরাসী (ফ্রান্স) দেশীয় এই প্রথা জানেন তাঁহারা কখনও অবিশ্বাস করেন না। ইহা উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত। বাঙ্গলার অধিকাংশ লোকেই এই বণ্ডের বিষয় অবগত নহেন।

প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতী সংবাদ পত্রের মতামত।

প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতের 'ডেলীমেল' কি বলেন দেখুন।

"French and Belgian Corporations recognise that municipal loans are the legitimate source of invest-

[৪]

ment for the savings of the working man, they know how to make their loans attractive, and meet with well deserved success. All the Bonds are to bearer with interest coupons attached, and pass from hand to hand like bank notes without any transfer or legal formality of any kind. A Bond may even be paid away in settlement of an account, as it is always saleable at sight."—*Daily Mail.*

প্রিমিয়ম বণ্ড লটারী টিকিট নহে।

লটারী টিকিট কিনিয়া যদি লটারীতে নাম না উঠে, আপনার টাকা একদম গরবাদ। প্রিমিয়ম বণ্ডে সে আশঙ্কা নাই। যত দিন না আপনার বণ্ড কোন একটী পুরস্কার না পাইল ততদিন অক্ষত হইয়া

[৫]

থাকিবে। বৎসর বৎসর সুদ পাইবেন। একটী পুরস্কার পাইলেই বাতিল হইল জানিবেন। পুরস্কার যাহা পাইবেন তাহা বণ্ডের "ফেস্ ভ্যালুর" দাম অপেক্ষা কম হইবে না। এই বণ্ড দান বিক্রয় হেবা হস্তান্তর করা চলে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার পাওয়া যায়। যে ব্যাঙ্ক, যে এজেণ্ট বা যে কোম্পানীর নিকট বণ্ড কিনিবেন তাহারাই উহা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিবে। বিক্রয় করিয়া দিবে। তবে ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঙ্কের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে বণ্ডের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিলে বণ্ডে যে সুদ পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা বেশী সুদ দিতে হয়। ইহা দেনাদারের গরজই বলিতে হইবে। শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকার কম সুদে কোন কোম্পানি প্রায়ই বণ্ড বাঁধা রাখেন না।

[৬]

কিস্তিবন্দী হিসাবে প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় খুব সুবিধা।

মনে করুন একখানি বণ্ডের দাম নগদ আশী টাকা। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এক মুষ্টে ৮০৲ টাকা দিয়া বণ্ড ক্রয় করা অসম্ভব। যাহাতে সকল অবস্থার লোক প্রিমিয়ম বণ্ড কিনিতে পারে তজ্জন্য কিস্তিবন্দী হিসাবে ও বণ্ড বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। তবে নগদ মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশী দাম দিতে হয়। ৮০৲ টাকার বণ্ডখানি মাসিক দশ টাকা কিস্তিবন্দীতে লইলে ৯ মাসে ৯০৲ দিতে হয়। মাসিক ৫৲ হিসাবে কিস্তি করিলে ২০ মাসে ১০০৲ দিতে হয়। নগদ মূল্য দিয়া মাত্র রেজিষ্টারী ইনসিওর যোগে বণ্ড পাঠান হয়। কিস্তিবন্দী হিসাবে লইলে একখানি 'কণ্ট্রাক্ট নোট' দলিল পাঠান হয়। উক্ত দলিলে আপনার প্রাপ্য বণ্ডের নম্বর উল্লেখ থাকিবে। এক কিস্তি বা দুই কিস্তি টাকা দেওয়ার পরই যদি উক্ত নম্বরের বণ্ড ড্রইংএ (লটারীতে) উঠে, তবে পুরস্কারের টাকা সমস্তই আপনি পাইবেন। কেবলমাত্র বাকি কিস্তির দরুন টাকা কাটিয়া রাখিয়া সমস্ত আপনাকে

[৭]

দেওয়া হইবে। সুতরাং গরীব গৃহস্থের পক্ষেও প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করা খুব কঠিন নয়। মাস মাস ড্রইংএর (লটারীর) ফল ছাপা হয়। যিনি যে কোন এক রকমের বা দুই কি তিন রকমের তিন খানা বণ্ড এক সঙ্গে লইবেন তিনি বরাবর মাসে মাসে উক্ত লিষ্ট ছাপা কাগজ বিনা মূল্যে বিনা খরচায় পাইবেন। তিন খানা অপেক্ষা কম সংখ্যক বণ্ডক্রেতাকে ফল জানিবার লিষ্ট পাইবার জন্য বৎসরে ৩৲ টাকা দিতে হয়। তবে ঈশ্বর করেন যদি আপনার বণ্ড ড্রইংএ উঠে তবে তৎক্ষণাৎ ঘরে বসিয়া বিনা ব্যয়ে খবর জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক ড্রইংএর পর আপনার বণ্ড-বিক্রেতা আপনার নম্বর মিলাইয়া দেখিয়া আপনার সুফল হইলে তৎক্ষণাৎ তার যোগে বা পত্র লিখিয়া জানাইবে। কখনও ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে বণ্ড বিক্রেতাকে নূতন ঠিকানা জানাইবেন। নচেৎ গোলমাল হইতে পারে। বণ্ড হারাইয়া গেলে টাকা পাইবার আশা নাই। কেননা বণ্ড না দেখাইলে পুরস্কারের টাকা কাহাকেও দেওয়া হয় না। বণ্ড

[৮]

ক্রেতার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ নিজ বণ্ড দাখিল করিবেন তিনি ঘরে বসিয়া টাকা পাইবেন। টাকা পাইবার কোন কষ্ট নাই বণ্ড দেখাইয়া মাত্র টাকা।

এতৎসঙ্গে সর্বশেষে একখানি অর্ডার ফরম আছে উহা কাটিয়া লইয়া নগদ বা কিস্তিবন্দী যে ভাবে বণ্ড কিনিবেন তদনুযায়ী নগদ মূল্য বা প্রথম কিস্তির টাকা মনি অর্ডার যোগে ও অর্ডার ফরম খানি পূরণ করতঃ খামের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন। কয়েক প্রকার প্রিমিয়ম বণ্ডের বিবরণও এতৎসঙ্গে দেওয়া হইল, সাধ্যমত ক্রয় করিবেন।

ঠিকানা
ম্যানেজার
প্রিমিয়ম বণ্ড সাপ্লাই এজেন্সি
১৩২ বাগমারী ভিলা (ইষ্টার্ণ গেট)
কলিকাতা।

খাঁটি পদ্মমধু

(SELLER'S LOTUS HONEY.)

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা সেলার্স "লোটাস ব্র্যাণ্ড" আসল পদ্মমধুই যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ। ইহা সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। ভারতের বড় বড় সহরে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। সাবধান সস্তার কুহকে নকল লইবেন না। আসলের জন্য "সেলার্স" বলিয়া চাহিবেন। ইহাই একমাত্র নিরাপদ, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। চাহিলেই প্রশংসাপত্র সম্বলিত বিশেষ বিবরণ পুস্তিকা বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে পাইবেন। অদ্যই পত্র লিখুন।

বাথগেট এণ্ড কোং, কেমিষ্টস,
১৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুলভে উৎকৃষ্ট জুতা

গঠনে ও স্থায়ীত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণের এবং বালক বালিকাদিগের উপযোগী আধুনিক ফ্যাসানের সকল প্রকার জুতা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে, এবং অর্ডারানুযায়ীও তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অদ্যই পত্র লিখুন।

ডব্লিউ, এস, ডসন এণ্ড কোং
মেইল অর্ডার ডিপার্টমেণ্ট—
১৪নং হেয়ার ষ্টীট, কলিকাতা।
খুচরা বিক্রয়ের ঠিকানা—
ই ৮৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।
ফোন—২৯৪০ কলিকাতা] [টেলি—এমব্রোকেস কলিঃ

শারদোৎসবে - - -
নূতন অলঙ্কার আপনার - - -
প্রিয়জনকে প্রীতি সম্পাদন করিবে -

আমাদের আয়োজন, অভিজ্ঞতা,
পরিকল্পনা ও গঠন পারিপাট্য অতুলনীয়

'LIVETIME' হাতঘড়ি

সুদৃশ্য, সুলভ এবং সুন্দর সময়রক্ষক।

ঘোষ এণ্ড সন্স

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স এবং ওয়াচ মেকার্স
১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন কলিকাতা—২৫৯৭ টেলিগ্রাম GHOSHONS'—Cal.

কৃষিকার্য্যে অর্থাগম সুনিশ্চিত।

জগদ্বিখ্যাত ইণ্টারন্যাশন্যাল হারভেষ্টার কোম্পানীর সরঞ্জাম
এবং যন্ত্রাদি সাহায্যে চাষ এবং আবাদে
যথেষ্ট অর্থাগম হইয়া থাকে।

সকল প্রকার চাষ এবং আবাদের উপযোগী যাবতীয়
সরঞ্জাম এবং যন্ত্রাদি যথা লাঙ্গল, মটোর ট্রাক্টর,
কেরোসিন এঞ্জিন, আখমাড়া কল প্রভৃতির
বিবরণ পুস্তকের জন্য আবেদন করুন।

র‍্যাম্‌কোর্স এণ্ড কো
(ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের এজেণ্ট।)
৭নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট,
পোষ্ট বক্স ৫০৭, কলিকাতা।

ভারতের একমাত্র সরবরাহকারক—
ভলকার্ট ব্রাদার্স।
(বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা, কলম্বো।)

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্ক্‌স এর

চাঁদ মার্কা পাচন

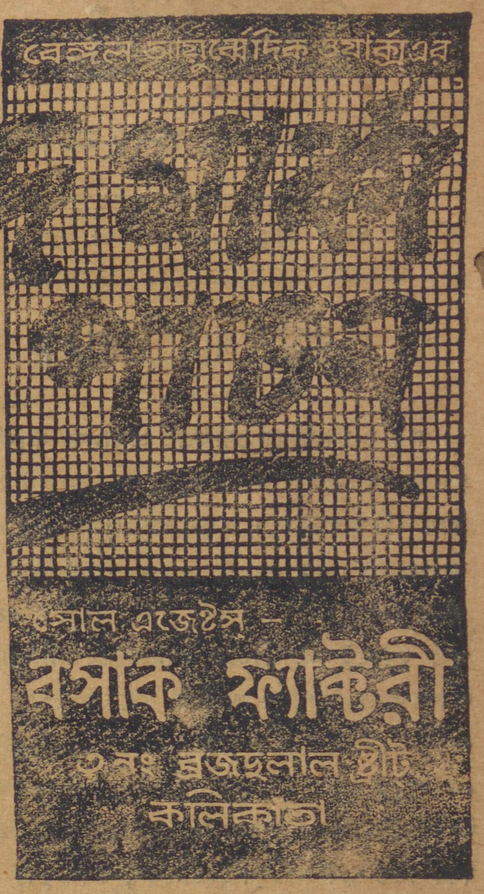

ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

নূতন জ্বর এক দিনে পুরাতন জ্বর তিন দিনে আরোগ্য হয়।

ম্যালেরিয়াযুক্ত স্থানে নিয়মিত সেবনে রোগের আক্রমণ ভয় থাকে না।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আছে।

সোল এজেণ্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

অনন্ত মূর্ত্তি মার্কা কাঁচা তিল তৈল

REGD No. 1320

মস্তিষ্কের পুষ্টি ও কেশের কান্তি এবং
সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে অদ্বিতীয়।

প্রতি পাইণ্ট—৸৵০ আনা মাত্র। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। বিক্রীর জন্য সর্ব্বত্র এজেণ্ট চাই। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হয়।

বায়ু ও কেশের উপকারী "থ্রী ষ্টার" ব্রাণ্ড সুবাসিত নারিকেল ও বাদাম তৈল ব্যবহার করিয়া দেখুন।

দে ব্রাদার্স
১২৪নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবর্ণ সুযোগ।
MEMORY TABLET
বা
স্মৃতি বটী।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তিহীনতা, অসাড়ে শুক্র পতন প্রভৃতি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। একমাত্রা সেবনে স্বপ্ন-দোষ বন্ধ হয়। দশ দিনের সেবনোপ-যোগী এক কৌটার মূল্য মাশুল সমেত ১।০ পাঁচ সিকা।

এজেণ্ট্‌স ঃ—
এন্, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

"আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল"

রেড ক্রশ
ক্যাষ্টর অয়েল
(NATURE'S OWN HAIR GROWER)

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২২শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৫ সাল।

মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার।

—০—

গত ২০শে ফাল্গুন সোমবার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বিপুল জনসমাগম যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার মনে সেই দৃশ্য চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। এরূপ অভূতপূর্ব্ব বিরাট জনসমাগম কলিকাতার কোন সভা উপলক্ষে খুব কমই হইয়াছে। সন্ধ্যা ৭টার সময় সভা হইবার কথা, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই মহাত্মাজীর দর্শনলাভের নিমিত্ত উৎসুক জনগণ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত পার্ক জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় সেদিকেই বিশাল জনসমুদ্রের উদ্বেলিত তরঙ্গ মহাত্মাজীর আগমন প্রতীক্ষায় স্থির ধীর। যখন সমস্ত পার্ক পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তখন বৃক্ষ, বাতায়ন ও গৃহের ছাদ কোথাও বাকী রহিল না, যে যেখানে পারিল নিজের স্থান করিয়া লইল। সকলেই উৎসুকচিত্তে একজনের দর্শন আসায় পথের দিকে সোৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিল—তিনি আর কেহই নহেন, বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী।

সেদিনের বয়কট সভা অতীতের অনেক স্মৃতি লোকের মনে জাগরূক করিয়াছিল। এক যুগ হইতে চলিল এমনি দিনে মহাত্মাজী তাঁহার অসহযোগের বাণী লইয়া বাঙ্গালার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেইদিন বাঙ্গালী তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল, সেদিন তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদে হিমাচল হইতে কন্যা কুমারী পর্য্যন্ত অখণ্ড ভারতভূমি জাগিয়া উঠিয়াছিল—সমস্ত দেশের বুকের উপর দিয়া নবজাগরণের একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিয়া গিয়াছিল। জাতি আপনার অন্তর্নিহিত সত্তাকে মন-প্রাণে উপলব্ধি করিয়া এক নব চেতনা, এক অভিনব ভাব দ্যোতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। জাতি বর্ণ মতামত নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায় ও সকল দলের লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহিলা, শিশু ও বালকের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। সমবেত জনতার সংখ্যা কমপক্ষে ত্রিশ হাজার। মহাত্মাজীকে আপনার অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিবার নিমিত্তই কলিকাতাবাসী নরনারী একান্ত অনুরাগ ভরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সমবেত হইয়াছিলেন।

সভায় বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করা হইবে বলিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছিল। অপরাহ্ন বেলা দুইটার সময় হইতে এই গুজব রটে যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ের উপর পুলিশ কমিশনর এই বহ্ন্যুৎসব বন্ধ করিবার জন্য এক নোটীশ জারী করিয়াছেন। সভা আরম্ভ হইবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কংগ্রেস অফিসে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, কিরণশঙ্কর রায়ের উপর নোটিশ জারী করা হইয়াছে কিন্তু কেহ নোটিশের প্রতিলিপি দিতে পারিল না।

এই সংবাদ সহরে সর্ব্বত্র তড়িৎগতিতে প্রচারিত হইয়া লোকের মনে একটা উত্তেজনার ও চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিল। দলে দলে বিক্ষুব্ধ জনগণ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। অবশেষে তিলধারণের স্থান রহিল না।

যখন শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় সভাস্থলে পৌঁছিলেন, উদ্‌গ্রীব দর্শকমণ্ডলী নোটিশের বিষয় জানিবার জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। শ্রীযুত রায় তাহাদিগকে যে নোটিশখানি দেখাইলেন তাহা এই—

মিঃ কিরণশঙ্কর রায় সম্পাদক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। আপনার স্বাক্ষরিত ফরওয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারিলাম যে, চলিত মাসের ৪ঠা তারিখে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক সভায় বিদেশী বস্ত্র পোড়ান হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে ১৮৬৬ সালের কলিকাতা পুলিশ আইনের ৪৭ ধারায় ৬৬(২) উপবিধির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এতদনুসারে প্রকাশ্য কিম্বা জনবহুল রাজপথের মধ্যে অথবা নিকটে খড় বা অন্য যে কোন দ্রব্যাদি দাহ করা নিষেধ। আশা করি আপনি এই আইন ভঙ্গের অপরাধ যাহাতে না হয়, তাহা করিবেন। স্বাক্ষর সি, টেগার্ট।

কমিশনর

সভাস্থ সমবেত জনমণ্ডলী এই আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করিতে সঙ্কল্প করিল কারণ তাহাদের মতে পার্ক প্রকাশ্য বা জনবহুল রাস্তা নয়।

মহাত্মাজী সভাস্থলে আগমন করিলে গগন-পবন 'বন্দেমাতরম' ও 'গান্ধী মহারাজকী জয়' ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। মহাত্মাজী নোটিশের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে তিনি নিজে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন সুতরাং সকলেই যেন বহ্ন্যুৎসবের নিমিত্ত নীরবে বিদেশী বস্ত্র সমর্পণ করেন।

সেদিন সন্ধ্যাকালে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় যে গোলমাল হয় তাহার ফলে পুলিশ মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়কে গ্রেপ্তার করে। স্যর চার্লস টেগার্ট নিজে মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারী পরোয়না জারী করেন। মহাত্মাজী প্রথমে জামিনের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হন। অবশেষে শ্রীযুত টি, সি, গোস্বামী, বি সি, রায় ও জে, সি, গুপ্তের সহিত পরামর্শ করিয়া ৫০৲ টাকার ব্যক্তিগত জামীন দিতে তিনি স্বীকৃত হন।

মহাত্মাজী ও শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় জামিনে মুক্তি পাইয়াছেন। ২৬শে মার্চ্চ তাঁহাদের মামলা উঠিবে।

সহযোগিনী "জঙ্গিপুর বাণী"র স্বরূপ প্রকাশ

—০—

সখি বাণি! লেখকগণের ভ্রান্তির প্রতি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি ব'লে খুব রাগ হয়েছে? রেগোনা। ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং। ক্ষমা করুন। আমাদের "ডিং দেং খাং" ইত্যাদিতে বঞ্চিত হ'তে দেখে সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। ভাল, জিজ্ঞাসা করি—আপনার জন্মের পূর্ব্বেই সাধ ভক্ষণের মত এই "ডিং দেং খাং" এর জন্য সাধ হয়নি কি? দেওয়ানী আদালতে হস্ত প্রসারণের চিহ্ন যে এখনও বিদ্যমান। সমবেদনা যে সত্যসত্যই সমবেদনা। কেবল ভদ্রতার খাতিরে নয়—এ বেদনার অনুভূতি অকৃত্রিম।

'জ্ঞান-লোচন-দায়িণী' শব্দে 'ণত্বের' কারণ নাই এই কথাই বলিয়াছি এবং যাহা বলিয়াছি তাহাই ব্যাকরণ সম্মত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "ব্যাকরণ কৌমুদী"র নজীর যাঁর জানা আছে, "মুকুন্দ-সচ্চিদানন্দকে" প্রণাম করার ব্যবস্থা যাঁর জানা আছে, তাঁর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের উপর অত অনাস্থা কেন?

অন্যান্য আপত্তি যেভাবে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার টীকা টিপ্পনি উপভোগ্য বটে। 'মুগ্ধ' কথাটী বুঝাবার জন্য 'ইঙ্গ বঙ্গ' শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে। Spell-bound না বল্‌লে আর বোঝান যায় না। হায়রে বাঙ্গালী! তোমার মাতৃভাষার টীকা কর্‌তে হচ্ছে ইংরাজী কথা দিয়ে! এই spell bound হওয়ার জন্যই বুঝি বাঙ্গলায় অত spelling mistake? ২য় সংখ্যাতে 'Dam care' 'ceremony' প্রভৃতি ফৈরঙ্গ শব্দ প্রয়োগও বেশ উপভোগ্য। এই সব লেখককে কাগজের সঙ্গে pin up ক'রে দিলে তবে তাঁরা তাঁদের কথিত "ভাবধারাকে" সকলের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিতে পারিবেন। মূঢ় আমরা! আমাদের অদৃষ্টের দোষে এইসব ভাবধারা না বুঝে আইনের ধারাকে মেনে চলি। তাই বা মানি কৈ? স্বভাবের দোষে অভাবে প'ড়ে ভাবের অসদ্ভাব ঘটিয়ে ভাবধারাগ্রস্ত হ'য়ে সেই ধারা লঙ্ঘন ক'রে দণ্ডবিধির ধারায় প'ড়ে নয়নধারায় বুক ভাসিয়ে ফেলি। পরশমণিকে জোনাকী মনে ক'রে কি পাপই ক'রেছি! কীর্ত্তনাঙ্গের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হই কি ক'রে? ভাবে গদগদ হওয়া যায় কিসে? এমন দিন কবে হবে? এই সব লেখকের লিখিত সাহিত্যের অর্থ পুস্তক বাজারে বাহির হওয়া দরকার—নচেৎ আমাদের বোধগম্য হবে না।

ক্লীব আমরা সহযোগিনীর * * * প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া 'ধাবমানা' বলায় বড় লেগেছে না? সহযোগিনীর প্রথম সংখ্যার "আবাহনে" এস "নবাগতে", "নববলদীপ্তে" শব্দগুলি প্রয়োগকারী আগে এই যা' করেছেন তাঁর দেখাদেখি আমরা সেই সম্বোধন ক'রেছি। 'সমর্থ' কথাটি প্রয়োগ করেছি "নিবেদনের" "আজ্ঞানুগত" "সমসুখদুঃখভাগী" "সমাগত" শব্দ প্রয়োগ দেখে। আমরা মূল আসামী নই মূল আসামী "বাণীর" স্বজনেরা। এই সব বহু লিঙ্গ প্রয়োগ দেখে আমরা ধাঁধায় পড়েছি। বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি—

"একে পুমাংসং পরমং বদন্তি
কেচিৎ স্ত্রিয়ং শক্তিময়ীং ব্রুবন্তি।
নপুংসকং ব্রহ্ম পরে বিদুস্ত্বাম্
বিদ্যাম্ কথং লিঙ্গমপি ত্বদীয়ং॥

'দীর্ঘায়ু' ও 'দীর্ঘায়ুঃ' উভয় প্রয়োগই বাংলা ভাষায় আছে। সহযোগিনী তাঁর লেখকদিগকে যে কোন অভিধান দেখিতে বলিলে বিসর্গের স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অনুশোচনা করিতে হইবে না।

নারদের অহঙ্কার চূর্ণ সম্বন্ধে যে উপকথার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা খুব সাময়িক হইয়াছে। নারদ কোন্দলের দেবতা। সহযোগিনী আজ যেমন কোন্দলপ্রিয়তা দেখাইয়াছেন তাহাতে নারদের দর্পচূর্ণ হওয়াই সম্ভব। সহযোগিনী ছয় কলম অবয়বের চারি কলমই আজ নারদের বাহন। ঝগড়ায় মেয়েদের কাছে পুরুষ চিরদিনই হার মানে, ক্লীবের তো কথাই নাই।

"এক ঠোকরে মাছ বেঁধেনা সেই বা কেমন বঁড়শী।
এক ডাকেতে সাড়া দেয়না সেই বা কেমন পড়শী।
বিনি তুফানে 'না' ডুবায় সেই বা কেমন নেয়ে।
কোন্দল পেলে লাগেনা সেই বা কেমন মেয়ে।

নারদ ছয়টী পুরুষ (রাগ) ছত্রিশটী মেয়ে (রাগিনী) দেখেছিলেন। আমরা কিন্তু দেখছি তিনটী পুরুষাকৃতি জীবকে। একটী গাইছে 'সা', একটী গাইছে 'রে', আর একটী গাইছে 'গা' তিন জনের কথা একত্র করলে হয় 'সারেগা'। কিস্‌কো সারেগা? আমাদিগকে-না যাঁর অঙ্গে কলমের খোঁচা মারার সুযোগ পেয়েছেন তাঁকে? ফলেন পরিচীয়তে।

মৃদুজ—মৃদঙ্গ ঝঙ্কার কালপ্রভাবে দুর্ল্লভ হয়নি। মৃদঙ্গঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে লেখক মহাশয়ের সুমধুর কীর্ত্তন শুনেছি, নৃত্য দেখেছি। ভাঁড়ের ভাঁড়ামি তার কাছে কোথায় লাগে। সেই কীর্ত্তনাঙ্গের ভাব দেখলে ভাবধারায় ভেসে যেতে হয়। ভাবের কলসীর কাছে ভাঁড় লাগে।

মনে হয়—

হরি বল্‌বো আর পথে পথে চল্‌বোরে।
অনেকেরই চোকে ধূলি (ধুলি) ফেল্‌বোরে।

ভাগীরথী স্নানে যাইব কি, বাণী সমাগমে মা 'মন্দাকিনীর' মন্দা স্রোতঃ যে অন্তর্হিত হইয়াছে।

সহযোগিনী আমাদিগকে বাংলা সাহিত্যের ভাগাড় পরিস্কার করিবার ভার দিয়াছেন। সত্যই আমরা বাংলা সাহিত্যের ঝাড়ুদারী করিবারও যোগ্য নহি। সহযোগিনীর এই প্রার্থনার পূর্ব্বেই ভাগাড়ের গবাস্থিগুলি পরিস্কার করিব বলিয়া তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। গবাস্থি পরিস্কার করা সহজ কিন্তু গোভূতগুলিকে তাড়ান আমাদের সাধ্যাতীত। ২য় সংখ্যায় 'উপনয়নে' তাঁদের একটী নাকি সুরে আরম্ভ করেছেন "গোঁরায় গলদ"। কি বর্ণ বিচার!

গঁরের মাঠে ঘোঁরার গাঁরি গঁর গঁরিয়ে যায়।

বংশীরব-বিমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নত মস্তক।

মাদারীর ঝাঁপির সাপও বাঁশীর রবে ফণা উত্তোলন করে। তবে যখন মাদারী ঝাঁপি বন্ধ করে তখন নত-মস্তক হইতে বাধ্য হয়। বোধ হয় যে ভুজঙ্গের কথা সহযোগিনীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে তাহা কেউটে, গোখুরা ইত্যাদি ফণা বিশিষ্ট ফণী নয়। হয় হেলে নয় ঢোঁড়া।

আমরা সহযোগিনীর নির্দ্দেশ মত সাহিত্যের ভাগাড় যথাসাধ্য পরিস্কার করিবার জন্য চেষ্টিত থাকিব।

'বাণীতে' দাদা ঠাকুর।

(প্রাপ্ত)

জঙ্গিপুরে "জঙ্গিপুর সংবাদ" নামক সংবাদ পত্রখানি অনেক দিন হইতেই আছে। সম্প্রতি বাণী পূজার দিনে "জঙ্গিপুর বাণী" নামে আরও একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

সংবাদ পত্রের সংখ্যাধিক্য বাঞ্ছনীয় হইলেও ধৃষ্টতা-ব্যঞ্জক, ঈর্ষ্যামূলক সংবাদ পত্রের প্রয়োজনীয়তা কেহ উপলব্ধি করেন না। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই লোকে উচ্ছৃঙ্খলের উদ্দাম প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করে তাই আমাদের এই উদ্যম, নতুবা পক্ষপাতিত্ব দোষে আমরা দুষ্ট নহি।

"জঙ্গিপুর বাণীর" লেখকগণের মধ্যে দাদা ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছে। এই দাদা ঠাকুর প্রথম হইতেই যেন ভাষা ও ভাবরাজ্যে দিগ্বিজয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ভাষায় এরূপ অরাজকত্ব, অমার্জ্জনীয়। পাঠক! দাদা ঠাকুরের উপাখ্যানটী শ্রবণ করুন। একখানি ক্ষুদ্র পল্লী গ্রামে কয়েক ঘর নিরক্ষর চাষা লোক বাস করিত। তাহার মধ্যে একজন চাষা নিরক্ষর হইলেও সর্ব্বকার্য্যে অগ্রণী অর্থাৎ গাঁয়ের মোড়ল ছিল। তাহার দেহ খর্ব্ব হইলেও স্থূল এবং বুদ্ধি ব্যাপারটা দেহ হইতেও স্থূল ছিল। গ্রামের মোড়ল বলিয়া গ্রামস্থ সকলে তাহাকে দাদা ঠাকুর বলিয়া ডাকিত এবং দাদা ঠাকুরকে একজন খুব বড় পণ্ডিত বলিয়াই জানিত। এইরূপে আকাশে শব্দতরঙ্গের ন্যায় দাদা ঠাকুরের পাণ্ডিত্য সেই দেশে ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। একদা কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে দাদা ঠাকুরের গ্রামে উপস্থিত হইয়া গ্রামের প্রান্তভাগে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন। সেই সময় গ্রামস্থ কতকগুলি চাষা লোক তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণকে পরিচয় ও তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চাষাগণ পরিচয় প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণকে বড় পণ্ডিত জানিয়া বলিল যে "আপনি যদি আমাদের গ্রামের দাদা ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করিয়া জয়ী হইতে পারেন, তবেই জানিব আপনি দিগ্বিজয় করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমি তো তাঁহাকে চিনি না, তোমরা তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আইস, আমি তাঁহার সহিত তর্ক করিব। চাষারা নিতান্ত উৎফুল্ল চিত্তে অনতিবিলম্বেই বংশ নির্ম্মিত মঞ্চে দাদা ঠাকুরকে আরোহণ করাইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ দাদা ঠাকুরের বিরাট বপু (অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের মত) সন্দর্শন করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন 'আগচ্ছ' অর্থাৎ এস। দাদা ঠাকুর এই কথা শুনিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রূভঙ্গি সহকারে বলিয়া উঠিল 'অ্যাঁ আমি আগচ্ছ'! তুমি 'আগচ্ছ, কাগচ্ছ, খাগচ্ছ, গাগচ্ছ, ঘাপচ্ছ পর্য্যন্ত'। ব্রাহ্মণ তো অবাক! চিত্র পুত্তলিকাপ্রায় নিশ্চল, কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া দাদা ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন চাষারা ব্রাহ্মণকে বলিল ঠাকুর! দেখ্‌লে আমাদের দাদা ঠাকুরকে? তুমি এক গচ্ছ খাওয়াইলে আর আমাদের দাদা ঠাকুর তোমাকে কত গচ্ছ খাওয়াইয়া দিল। এখন ঠাকুর? তুমি স্বস্থানে ফিরিয়া যাও আমরাও দাদা ঠাকুরকে রাখিয়া আসি বলিয়া চলিয়া গেল 'জঙ্গিপুর বাণীর' লেখকটীও সেই দাদা ঠাকুরের সম-শ্রেণী-ভুক্ত। এই দাদা ঠাকুরের চোকে আঙুল দিয়া ভ্রম দেখাইয়া দিলেও তিনি তাহা স্বীকার করেন না বরং ভুলটাকেই লোক চক্ষে নির্ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে তাঁহার দৃঢ় চেষ্টা। "অজ্ঞানের নাহি কিছু প্রমাদের ভয়।"

সংবাদ পত্রগুলি অবশ্য ব্যাকরণের গণ্ডীর বাহিরে, ব্যাকরণের দিকে দৃষ্টি থাকিলে সরলভাবে দেশের কথা দশ জনকে শুনান হয় না। সংবাদ পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়। এই হিসাবে 'জঙ্গিপুর সংবাদে' সম্পাদকের ব্যাকরণ-বিষয়িণী সমালোচনা ভাল কার্য্য হয় নাই। কিন্তু আমাদের এই দাদা ঠাকুরের আত্মম্ভরিতা ও মিথ্যাকে লোক সমক্ষে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা আমাদেরকে বিচলিত করিয়াছে। পাঠক জানেন 'বাণীর' 'আবাহন' শীর্ষক প্রবন্ধে 'জঙ্গিপুর সংবাদের' সম্পাদক কতকগুলি দোষ ধরিয়াছেন। তৃতীয় সংখ্যার 'বাণীতে' তাহার বিশেষ প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে, কিন্তু সে প্রতিবাদ গুলিও ভ্রমপূর্ণ। বস্তুতঃ ব্যাকরণ দোষ ছাড়িয়া দিলেও 'আবাহন' প্রবন্ধটী আগাগোড়া পড়িয়াও একটা ভাবের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারা যায় না, কেবল নিরর্থক পুনরুক্ততা দোষ-দুষ্ট বর্ণ-বিন্যাস বলিয়া ধরিতে হয়। আমরা ক্রমশঃ প্রতিবাদেরই প্রতিবাদ করিতেছি। তাহারও প্রতিবাদ বাহির হইবে, কারণ দাদা ঠাকুর ত শীঘ্র ছাড়িবার পাত্র নহেন, আমরা আবার তাহারও প্রতিবাদ করিব।

প্রথমতঃ মটোতে দুইটী ব্যাকরণ ভুল আছে "বাচামধিশ্বরীং" এখানে হ্রস্ব ই স্থানে দীর্ঘ ঈ হইবে এবং "লোচন-দায়িণী"তে দন্ত্য ন হইবে মূর্দ্ধণ্য ণ হইবে না। যত্ন, ণত্ব জ্ঞানহীন দাদা ঠাকুর ইহার যাহা প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা উন্মত্ত প্রলাপের মতই বিবেচিত হয়। 'নগর-যায়িণী', 'বিষ-পায়িণী' প্রভৃতি স্থলে দন্ত্য ন, মূর্দ্ধণ্য ণ হইয়াছে, সুতরাং 'লোচন-দায়িনীর' দন্ত্য ন, মূর্দ্ধণ্য হইবেনা কেন? কি সদ্‌যুক্তি! ণত্বের নিয়ম জানা থাকিলে আর এটা লিখিত হইত না। ণত্বের নিয়ম ঋ র ও ষ ইহাদের পর অপদান্তস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য ণ হয় মধ্যে যদি ক বর্গ, প বর্গ, এবং অ ই উ ঋ এ ও ঐ ঔ হ য ব প্রভৃতি বর্ণ ব্যবধান থাকে তাহা হইলেও হয়। ইহাই সাধারণ নিয়ম, তবে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি স্থলে কিছু বিশেষ বিশেষ নিয়মও আছে। ইহাই ব্যাকরণের সূত্রের নিয়ম, অর্থাৎ ইহাই ণত্বের কারণ। পূর্ব্বোক্ত উভয় স্থলে ণত্বের কারণ আছে বলিয়া মূর্দ্ধণ্য ণ হইয়াছে, কিন্তু 'লোচন-দায়িনী'তে সে কারণ নাই বলিয়াই হইবে না।

আমাদের সুরসিক দাদা ঠাকুরের একটী অভ্যাস আছে যে, তিনি শব্দের অর্থটী নিজের মনের মতন গঠন করিয়া লন, এবং সেই স্বকৃত অর্থের সমর্থনের জন্য প্রসিদ্ধ কবির প্রয়োগ সন্দর্শন করান, কিন্তু বুদ্ধির স্থূলতা প্রযুক্ত কোথায় দোষ তাহা ধরিতে না পারিয়া বাক্যের দুইাংশ বাদ দিয়া অন্য অংশের সংশোধন চেষ্টা করেন। ক্রমশঃ পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। অন্ধকারের ছেদন কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহাই হইল সমালোচকের মন্তব্য। দাদা ঠাকুর তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে 'ছিন্ন' শব্দের অর্থ স্খলিত হওয়া স্বাভাবিক। যেহেতু "স্খলিত চরণ যথা নিবিড় তিমিরে" ইতি রাজকৃষ্ণ কবি লিখিয়া গিয়াছেন। মরি! মরি! কি সুন্দর প্রতিবাদ! 'ছিন্ন' শব্দের অর্থ ঠিক হইল না, অথচ তাহার সমর্থনের জন্য উদাহরণ প্রদত্ত হইল। ছেদনার্থক ছিদ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিয়া ছিন্ন শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ছেদন শব্দের অর্থ দ্বিখণ্ডিত করা। সুতরাং ছিন্ন শব্দের দ্বিখণ্ডিতই প্রকৃত অর্থ। দাদা ঠাকুর কিন্তু দম্ দিয়া নিজের মনের মত 'ছিন্ন' শব্দের অর্থ স্খলিত' হওয়া অর্থ করিয়া উদাহরণ স্বরূপ রাজকৃষ্ণ রায়ের বাক্য তুলিয়া দিয়াছেন। পাঠক! দাদা ঠাকুরের আসল লেখাটীর উপর একবার দৃষ্টিপাত করুন। "সামাজিক দুর্গতির নিবিড় পুঞ্জীভূত অন্ধকার আমাদের সকল আশাকে ছিন্ন ও ম্লান করিয়া রাখিয়াছে" ইত্যাদি লেখার কি পারিপাট্য। অন্ধকারের উপর নিবিড় ও পুঞ্জীভূত দুইটী বিশেষণ এককালে চাপিতে পারে না। একটী নিরর্থক হইয়া পড়ে এবং "আশা" যে পদার্থ সেটী নষ্ট হইতে পারে, ক্ষীণ হইতেও পারে, কিন্তু আর কিছু হওয়া তার শোভা পায় না। তারপর অন্য অংশে পাঠক দৃষ্টিপাত করুন। "আমাদের উদ্যত আত্মাভিমান বংশীরব বিমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নতমস্তক হউক।" এখানে উদ্যত শব্দের অর্থটী কিরূপ হইলে সঙ্গত হয় সেজন্য দাদা ঠাকুর অমরকোষ খুলিয়া সেই অর্থটী বাহির করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু হায়! বুঝিবার দোষে তাঁহার মনোরথ সফল হয় নাই। অমরকোষে আছে "দ্রুতাবদীর্ণে উদ্‌গূর্ণোদ্যতে কাচিত শিক্যিতে" ইতি টিকাকার "উদিতিদ্বয় মুদ্যতে শস্ত্রাদৌ" লিখিয়াছেন। অর্থাৎ উদ্‌গূর্ণ ও উদ্যত শব্দে উদ্যত অর্থাৎ উত্তোলিত শস্ত্রাদিই বুঝায়। সুতরাং দাদা ঠাকুরের "উদ্যত আত্মাভিমানে" সে অর্থ খাটিল না। কাজেই উদ্যত স্থানে উদ্ধত হওয়াই উচিত। কারণ উদ্ধত না হইলে আর নত হইবে কিরূপে? মুগ্ধ শব্দের সুন্দর ও মূঢ় এই দুইটী অর্থ হয় "মুগ্ধঃ সুন্দর মূঢ়য়োরিতি শেষঃ"। মুগ্ধান্ মূঢ়ান্ অল্পবুদ্ধীন্ বোধয়তীতি মুগ্ধবোধঃ এই ব্যুৎপত্তি 'মুগ্ধবোধ' শব্দের টিকাকার করিয়াছেন। 'বংশীরব-বিমুগ্ধ' স্থলে মুগ্ধ শব্দের সুন্দর অর্থও হয় না মূঢ় অর্থও হয় না। কাজেই দাদা ঠাকুর 'মুগ্ধ' শব্দের এখানে 'মোহাবিষ্ট' অর্থ ধরিয়া লইয়াছেন, তাহাও কিন্তু এখানে সঙ্গত হয় না। মানুষ সঙ্গীত শ্রবণে বিমুগ্ধ হয়, বংশীরব শ্রবণেও বিমুগ্ধ হয়, তখন তাহাকে মোহাবিষ্ট হইয়াছে বলা চলে না। এত করিয়াও দাদা ঠাকুর সমালোচকের "বংশীরবে ভুজঙ্গ বিমুগ্ধ হয় বটে কিন্তু নতমস্তক হয় না" এই সমালোচনার প্রকৃত উত্তর দিতে পারেন নাই। আর কত দিক সামলাইবেন। পুঁজি ত বেশী নাই। এইবার পাঠক আপনাকে ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। দাদা ঠাকুর বড়ই ভাবপ্রবণ লোক, তিনি কেবল ভাবধারা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। "মহত্বের গৌরবে ইহার সকল দৈন্য, সকল অভাব উদ্ভাসিত হইয়া পরিপূর্ণতা পথে যাত্রা করিবে" ইত্যাদি। পাঠক! এই অংশের ভাবধারা গ্রহণ করিতে পারিলেন কি? আপনি যদি প্রসিদ্ধ ভাব-ডুবুরী হন, যদি ভাব-সাগরের অতল তলে প্রবেশ করিবার শক্তি আপনার জন্মিয়া থাকে, তবেই এ ভাব ধরিতে পারিবেন নতুবা ভাবধারাময় দাদা ঠাকুরের নিকট ভাব ধরিতে যাইতে হইবে। 'উদ্ভাসিত' শব্দটী উৎ পূর্ব্বক "ভাস্ দীপ্তৌ" ভাস্ ধাতু ক্ত প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং উদ্ভাসিত শব্দের অর্থ উদ্দীপ্ত বা আলোকিত হয়। কিন্তু 'দৈন্য' মূর্ত্তিমান জিনিস নয় যে দীপ্তি পাইবে। অভাব ত সত্তাহীন পদার্থ, যাহার সত্তা আছে তাহাকে ভাব পদার্থ কহে, তাহার বিপরীতকে অভাব বলে, তাহা আর দীপ্তি পাইবে কি? এবং উদ্দীপিত বা আলোকিত করিতে তেজঃ পদার্থ ভিন্ন পারে না, মহত্বের গৌরব তেজঃ পদার্থ নহে। সুতরাং তাহা দ্বারা কোন জিনিস উদ্দীপ্ত বা আলোকিত হইতে পারে না। "পরিপূর্ণতা পথে যাত্রা করিবে" অর্থাৎ পরিপূর্ণ হইবে। দৈন্যের পরিপূর্ণতা সম্পূর্ণ দৈন্য এবং অভাবের পরিপূর্ণতা সম্পূর্ণ অভাব। তারপর 'মহত্ত্ব' একটা গুণ, 'গৌরব'ও একটা গুণ। (গুণের উপর গুণ থাকে না) যাক্ সে সব কথা এক্ষণে সমস্ত অংশটুকু অর্থাৎ "মহত্বের গৌরবে ইহার সকল দৈন্য, সকল অভাব উদ্ভাসিত হইয়া পরিপূর্ণতা পথে যাত্রা করিবে" ইহার অর্থ হইল যে এই সংবাদ পত্রের গুণের গুণে সম্পূর্ণ দৈন্য ও সম্পূর্ণ অভাব হইবে। কি সুন্দর লেখা! এস্থলে দাদা ঠাকুর বিশ্বকবির একটী গীত প্রমাণ স্বরূপে তুলিয়াছেন, সে গীতটীর এখানে দিবার কি সার্থকতা আছে তাহা তিনিই বুঝেন। আর বেশী লিখিলে সংবাদ পত্রে স্থান সংকুলান হইবে না, অল্প দুই চারিটী কথা বলিয়াই শেষ করিব। "সৈকতবহুল" এস্থলে সৈকত অংশে দোষ বিদ্যমান কিন্তু 'বহুল' শব্দকে লইয়া টানাটানি। সৈকত শব্দেই সিকতাবহুল বা সিকতাময় তট বুঝায়। সুতরাং আর বহুল শব্দ দিবার প্রয়োজন হয় না। তাহা না বুঝিয়াই দাদা ঠাকুর বহুল শব্দ সংখ্যাবাচকও হয় গুণবাচকও হয় বলিয়াই দোষের সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। এরূপ সদ্‌যুক্তি আর কোথায় মিলিবে। আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রে কতকগুলি কবি সময় প্রসিদ্ধি অর্থাৎ কবিদের নিয়ম আছে, তাহাতে শব্দত্ব-সামান্যে সমস্ত শব্দ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। যথা অশ্বের শব্দের নাম হ্রেষা, হস্তিদিগের শব্দের নাম বৃংহতি, সিংহ ব্যাঘ্রাদির শব্দের নাম গর্জ্জন, কোকিলাদির কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন বীণার ঝঙ্কার, কোদণ্ডের টঙ্কার এবং মৃদঙ্গাদির বোল ইত্যাদি। মৃদঙ্গের ঝঙ্কারটা কবি সময় প্রসিদ্ধ নহে। সুতরাং সাধু প্রয়োগও নহে।

শ্রীসাঙ্গিগোপাল দাশ গুপ্ত বি, এ, কবিরত্ন।
রঘুনাথগঞ্জ।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর এলাকায় গত ২।৩।২৯ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে জন্ম ১৬। ১২ পুরুষ, ৪ স্ত্রী। মৃত্যু ৩; পুরুষ ২, স্ত্রী ১, জ্বরে ৩।

প্রাপ্ত।

মহাশয়, আপনার ১লা ফাল্গুন তারিখের "জঙ্গিপুর সংবাদে' আগামী মুর্শিদাবাদ জাতীয় কনফারেন্সের জঙ্গিপুর অধিবেশনে আমাকে অভ্যর্থনা সমিতির একজন সম্পাদক নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য হইলাম। সেদিন (গত ১০ই ফেব্রুয়ারী) যে সাধারণ সভা হইয়াছিল, আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু কোন্ সময় যে সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল শুনি নাই। যাহা হউক আমি সম্পাদকের কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক। এ কার্য্যে আমার অনিচ্ছা জ্ঞাপন পত্র সভাপতি মহাশয়কে দিয়াছি। সাধারণের অবগতির জন্য আপনার কাগজে এই পত্রখানির একটু স্থান দিবেন। ইতি ১৩৩৫।১৮ ফাল্গুন।

নিঃ শ্রীহরিদাস নাথ।

ট্যাক্সি। কয়েকদিন হইল স্বর্গীয় প্রিয়নাথ মিত্র মহাশয়ের পুত্র কালীচরণ মিত্র একখানি ট্যাক্সি আনিয়াছেন। এখানে ৪।৫ খানি মোটর বাস চলাচল করিতেছিল কিন্তু ট্যাক্সি ছিলনা। ট্যাক্সি আসায় লোকের সুবিধা হইল।

স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্র বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলের জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

বঙ্গের বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিকে প্রাদেশিক কমিটি যে মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রকাশ যে তাহা টেলিগ্রাম অফিসে আটক ছিল।

প্রবাসীর পত্র

স্থানাভাবশতঃ এবারে মুদ্রিত হইল না। আগামী সপ্তাহে বাহির হইবে। —জঃ সং

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!! আনন্দ সংবাদ!!!

নূতন ইকেল ও সরঞ্জামের দোকান।

এইচ, কে, মুখার্জ্জী

ষ্টোন কোয়ারী হোওার সাইকেল মারচেণ্ট ইম্পোর্টার ও এক্সপোর্টার

হরিণডাঙ্গা বাজার (ষ্টেশনের সন্নিকট।)

পাকুড় (ই, আই, আর, লুপ লাইন)

এইখানে সকল রকম বি, এস, এ, র‍্যালে, হারকিউলিস, হাম্বার সাইকেল, পার্টস্ ও সরঞ্জাম, টায়ার, টিউব প্রভৃতি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়।

কলিকাতা হইতে সাইকেল ভি, পিতে না লইয়া
এখানে আসিয়া স্বয়ং নিজ চক্ষে দেখিয়া
পছন্দ মাফিক জিনিষ কলিকাতা
হইতে আমার অপেক্ষা
অনেক কম খরচে লইয়া যাউন।

নিউ সেলুলয়েড

মডেল ডি লুক্স সাইকেল।

হ্যাণ্ডেলবার, হাপ, ব্রেক, পেডালের অংশ যাহা মরিচা ধরিয়া শীঘ্র খারাপ হইয়া যায় সে সব অংশে নিকেলের উপর সেলুলয়েড দিয়া মোড়া। মফঃস্বলের রাস্তার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ১নং ৮৫৲ ২নং ৮০৲ ৩নং ৭৫৲ ৪নং ৭২৲ মাত্র। অন্যান্য সাইকেল ৫০৲ হইতে তদূর্দ্ধ। দোকানদার ও সাইকেল মেরামতকারীদিগকে পাইকারী দরে মাল দেওয়া হয়। এখানে সকল সাইকেল, ষ্টোভ, গ্রামোফোন, পাঞ্চলাইট, হার্মোনিয়ম প্রভৃতি মেরামত ও ষ্টোভে রং করিবার কারখানা সুদক্ষ মিস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে খোলা হইয়াছে।

মূল্য সুলভ—পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

—সুরবল্লী কষায়—

—সুস্বাদু, খেতেও কোন হাঙ্গামা নাই—

দৌর্ব্বল্য

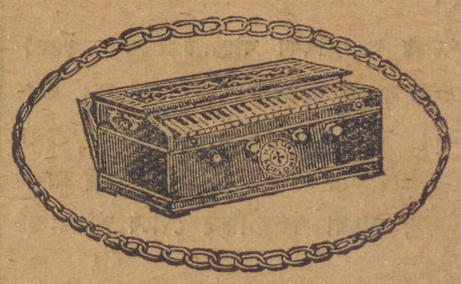

রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদের জন্য সুরবল্লী কষায় বিশেষ উপযোগী কারণ এই সালসায় এমন সব উপাদান আছে যাতে স্নায়ু ও মাংস-পেশী বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হয়। প্রত্যেক শিশির সঙ্গে মাত্রা ও পথ্যা-পথ্যের ব্যবস্থা দেওয়া আছে।

চর্ম্মরোগ

খোস পাঁচড়া চুলকানি ইত্যাদি রোগে দূষিত রক্ত পরিষ্কারের জন্য সালসা ব্যবস্থা হ'লে সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করবেন। এই সালসা সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে প্রত্যেক দিন আমাদের ঔষধালয়ে প্রস্তুত হয়।

সুরবল্লী কষায়
সব ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
এক শিশি ১৷৹ টাকা
তিন শিশি ৩৻৹ আনা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯, কলুটোলা,
কলিকাতা।

সঙ্গীত সাধনার যোগ্যতম উপাদান

গোল্ড মেডেল হারমোনিয়ম

প্রত্যেক পর্দ্দার এক একটী নিখুঁত সুর গায়কের হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে মিশে গিয়ে সঙ্গীতকে আরও মধুর করে তোলে, আর সেই সুরে শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রী সমভাবে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠে।

পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তারের ঠিকানা—'মিউনিসিয়ানস' ফোন—কলিকাতা ৩৯৫৮

'সত্যের জয়'

"মোহিনী"

বিড়ির নকল হাইকোর্টের বিচারে বন্ধ হইল

বর্ত্তমান সমন্বয়ের যুগে, জনসাধারণ ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের আদর করেন না; গুণেরই সমাদর করিয়া থাকেন। বিড়ী অনেকেই প্রস্তুত করিয়া বাজারে চালাইতেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি নগরে বা সুদূর পল্লীতে "মোহিনী" বিড়ীর ন্যায় সমাদর আর কোন বিড়ী এ পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। ইহার কারণ মোহিনী বিড়ীর ন্যায় সুন্দর সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর বিড়ী আর নাই। দরিদ্র বা অশিক্ষিত লোকের ত কথাই নাই, এই বিড়ী ধনী, শিক্ষিত যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই অতি আদরের সামগ্রী এবং সকলেই বিলাতী সিগারেট ফেলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। মোহিনী বিড়ীর অসাধারণ বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া প্রতারকগণ আমাদের মোহিনী লেবেল নকল করিয়া অতি নিকৃষ্ট বিড়ীতে লাগাইয়া মোহিনী নামে কলঙ্কারোপ এবং সাধারণের স্বাস্থ্যের এবং আমাদের স্বার্থের সমূহ ক্ষতি করিতেছিল। সহৃদয় গ্রাহকগণ এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করায় অনন্যোপায় হইয়া নকলকারী ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং এবং রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোম্পানীর) বিরুদ্ধে আমরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। শ্রীভগবানের কৃপায় এবং মহামান্য হাইকোর্টের সুবিচারে সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে আমরাই মোহিনী বিড়ীর একমাত্র প্রস্তুতকারক এবং স্বত্বাধিকারী। উক্ত ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং ও রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোং'র) প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট হইতে এরূপ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (Permanent injunction) প্রচারিত হইয়াছে যে যদি উহাদের কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ীর লেবেলের অনুকরণ বা নকল লেবেল দিয়া কোন বিড়ী বাজারে প্রচলন করে তাহা হইলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে। সুতরাং সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যদি কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ী লেবেলের কোনও নকল লেবেল ব্যবহার করেন—তাহাতে মোহিনী নাম, মোহিনী লেবেলের ছবি কিম্বা ২৪৭ নম্বর একক বা একসঙ্গে বা অন্য কোনও কথা, অক্ষর বা নম্বরের সহিত থাকুক বা না থাকুক—তিনিই আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

সহৃদয় গ্রাহকগণ ক্রয়কালীন মোহিনী লেবেল, ২৪৭নং এবং আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন। সন্দেহ হইলে দয়া করিয়া জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব এবং নকল লেবেল ধরাইয়া দিলে বিশেষ পুরস্কৃত করিব। নিকটস্থ কোনও দোকানে যদি মোহিনী বিড়ী না পান আমাদিগকে জানাইলে মোহিনী বিড়ী সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব।

বিনয়াবনত—
মুলজি সিক্কা এণ্ড কোং
হেড আফিস :—৫১নং এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফ্যাক্টরী :—মোহিনী বিড়ী ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া, (

বিনা মূল্যে ! বিনা মূল্যে !! বিনা মূল্যে !!!

শ্বেতকুষ্ঠ (ধবল)

আমাদিগের আফিসে আসিয়া দেখাইলে বিনা মূল্যে শ্বেত কুষ্ঠের একটী ছোট সাদা দাগ আরাম করিয়া দেওয়া হয়। ।৹ চারি আনা পাঠাইলে নমুনা স্বরূপ ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়। মূল্য ছোট শিশি ২৲ টাকা। বড় শিশি ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵০ পাঁচ আনা।

গলিত কুষ্ঠের রোগীকেও পত্রের দ্বারা আরোগ্য করা হয়।

জ্বরের জন্য সুমিষ্ট ঔষধ।

অতি সুমিষ্ট। অতিশীঘ্র জ্বর আরোগ্য হয় এবং বলবৃদ্ধি করে।

সুমিষ্ট প্রাণসঞ্জীবনী।

এক দিনেই সর্ব্ব প্রকার জ্বর আরোগ্য করিয়া দেহে বলবৃদ্ধি করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দাস্ত পরিষ্কার পূর্ব্বক সাত দিনের মধ্যে শরীরে বল ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে। ৭ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ॥৵০ আনা। ১৬ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵০ আনা।

বৃদ্ধ কেন ?

রাজবৈদ্য চুলের কলপ।

লাগাইলে সাদা চুল ঘোর কাল, মসৃণ ও চিক্কণ হয় এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত ভ্রমরের ন্যায় কাল থাকে। মূল্য বড় শিশি ১৵০ টাকা। ছোট শিশি ॥৵০ আনা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵০ আনা। চারি আনা পাঠাইলে নমুনার শিশি বিনা খরচে পাঠান হয়।

রাজবৈদ্য শ্রীবামনদাসজী কবিরাজ।

১৫২, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

তার পাঠাইবার ঠিকানা—"রাজবৈদ্য", কলিকাতা।

MOTOR CARS MOTOR BUS

THE NEW FORD.

নূতন মডেল ফোর্ড কার

এবারে আসিয়াছে।

ইহাতে স্পোক হুইল, চারি চাকায় ব্রেক ও শক্ এবজরভার এবং গিয়ারযুক্ত ইহার ডিজাইন সম্পূর্ণ নূতন। সম্মুখে পশ্চাতে বাম্পার, স্পীডোমিটার, মাইল মিটার, আম্ মিটার, পেট্রল মিটার, ষ্টপ লাইট, ড্যাস লাইট ইত্যাদি নানারূপ নূতনতর ফিটিংস্ দ্বারা সুসজ্জিত।

এরূপ সর্ব্বসুন্দর গাড়ী এত অল্প দামে ইতিপূর্ব্বে কখনও বিক্রয় হয় নাই।

ইহা ৪০ ঘোড়ার ক্ষমতাযুক্ত, ঘণ্টায় ৬০ মাইল স্পীড্ এবং এক গ্যালন পেট্রলে ৩০ মাইল রাস্তা যাইবে।

দাম—২৪৫০৲ টাকা।

কিস্তি করিয়া টাকা দিবার উত্তম ব্যবস্থাও আছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় এজেণ্টস্কে পত্র লিখুন বা এখানে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

Ford SALES AND SERVICE

বনয়ারীলাল মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স।

খাগড়া পোঃ (মুর্শিদাবাদ)

বিশুদ্ধ বাদাম তৈল

এই বাদাম তৈলে কোন প্রকার খনিজ তৈল (হোয়াইট অয়েল) মিশ্রিত নাই। যত প্রকার বাদাম তৈল বাজারে চলিতেছে তার মধ্যে আমাদের বাদাম তৈল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। প্রত্যেক শিশি ও বোতলের গায়ে লাল লেবেলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া আছে। কেহ আমাদের বাদাম তৈলে ভ্যাজাল বাহির করিতে পারিলে ঐ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ক্রয়কালিন আমার নামযুক্ত লেবেল দেখিয়া লইবেন।

ডি, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স

৩১।৩৩ মুর্গিহাটা, কলিকাতা।

শতপুটের

লৌহ ও অভ্রভস্ম

।৹ পোয়া ২৲ টাকা।

অজীর্ণে—ভাস্কর লবণ ।৵০ পোয়া ৸০ আনা। মহাশঙ্খবটী ৫০ বটী ॥০ আনা, রামবাণ ১০০ বটী ৸০ আনা।

ধাতুদৌর্ব্বল্যে—মদনানন্দমোদক ।৹ পোয়া ১৲ বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ৭ বটী ৸০ আনা।

কাসে—চন্দ্রামৃতরস ৫০ বটী ১॥০ টাকা, চ্যবনপ্রাশ ।১ সের ৩৲ টাকা।

ঠিকানা:—

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কবিভূষণ

গঙ্গাধর নিকেতন, মালদহ।

গহনার দোকান।

আমরা সর্ব্বপ্রকার চাঁদি ও সোণার গহণা অল্প মজুরীতে সত্বর তৈয়ার করিয়া দিতেছি। ৺পূজা আসিতেছে এ সময়ে যাঁহারা গহনা তৈয়ার করাইবেন তাঁহারা আমাদের দোকানে আসিতে ভুলিবেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ দিয়া থাকি ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস, রঘুনাথগঞ্জ।

গাঁজার দোকানের পার্শ্বে।

বসাকের "চেষ্টার জল—চেষ্টার ফল"

বসাক ও কহিনূর ট্রাঙ্ক।

যাহা সমগ্র ভারতে কেহ পারিল না, বসাক তাহা সাধন করিয়াছে। কেবল এই ট্রাঙ্কগুলি নহে, এই সমস্ত **ট্রাঙ্ক প্রস্তুতের মেসিনগুলি** পর্য্যন্ত বসাকের নিজ উদ্ভাবিত এবং নিজ কারখানায় প্রস্তুত।

ইহাদের ডালার উপরে তিন অঙ্গুলি অন্তর যে সকল আধ গোলা ডাঁসা আছে, উহাদের প্রত্যেকটী আধ মণ ওজনেরও বেশী ভার সহিতে পারে। আবার সমস্ত গায়ে তলা পর্য্যন্ত ঘন ঘন "চুরি" তোলা।

তুলনায় ইহার মত দেখিতে সুন্দর, মজবুত ও সস্তা ট্রাঙ্ক আর নাই।

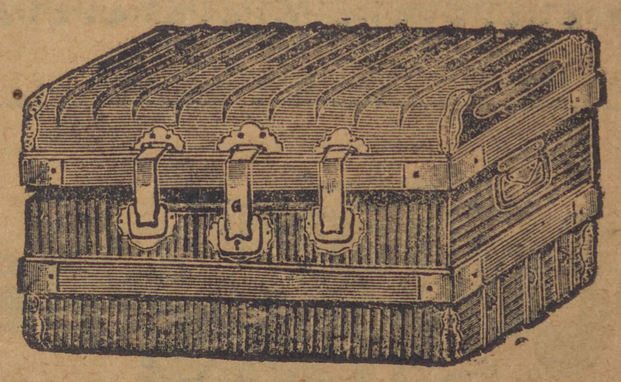

কহিনুর ১নং ট্রাঙ্ক।

বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—
"সিন্‌কোনা" কলিকাতা।

ফোন নং ২১৮৩,
বড়বাজার।

ইকনমিক ফার্ম্মেসী

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম ।৫, ।১০

পোষ্টবক্স—৬৪৩]

[টেলিগ্রাম—সিমিলিকিওর

চিকিৎসার বাক্স—১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪, এবং ১০৪ শিশি ঔষধ। একখানি গৃহ চিকিৎসার পুস্তক ও ফোঁটা ফেলা যন্ত্রসহ মূল্য যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫।০, ৬।৵০, ৮৸৵০, ১০৸৵০। ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউল, শিশি, কর্ক, থার্ম্মোমিটার ইত্যাদি সুলভ।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিবার সময় কি দেখা কর্ত্তব্য ?

কর্ত্তব্য হচ্ছে, কষ্টার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয়। কিন্তু বাজারের নানা প্রকারের মুগ্ধকর বিজ্ঞাপনে মোহিত হইয়া অযথা অর্থব্যয় করতঃ মনঃকষ্টে দিন যাপন করেন। খাঁটী ও মূল্যবান দ্রব্যাদি চিনিতে না পারিয়া, শরীরের সার পদার্থগুলি নষ্ট করিয়া ফেলেন। অর্থ ব্যয় সাফল্য করিবার জন্য নিম্নে কয়টী পদার্থের নাম জ্ঞাপন করিলাম। ইহা বাজারের অসার ও কৃত্রিম পদার্থ নহে। প্রায় ৫০ বৎসর যাবত জগতের সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু মূল্যবান ও সুফলপ্রদ পরীক্ষিত দ্রব্য। বর্ত্তমানে লোকে যা, তা ক্রয় করিয়া নিষ্ফল হন, সেইজন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে পরীক্ষা করুন, কখনই নিষ্ফল হইবেন না।

১। অমৃতার্ণব অবলেহ—ইহা মনের অবসাদ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মস্তিস্ক ক্লান্তি দূর করে; জীবনীশক্তি শুক্র বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কখনই বিফল হয় না। কুড়ি তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটা ২৲ টাকা মাত্র।

২। আরোগ্যবর্দ্ধিনী বটীকা—যে কোন প্রকারের জ্বর নিবারণ করিতে সক্ষম। প্রতি কৌটা ১৲ টাকা মাত্র।

৩। চন্দ্রপ্রভা বটীকা—ইহা স্ত্রীলোকের সর্ব্বব্যাধি নাশক। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে শরীরে শক্তি বৃদ্ধি হয় ও কোন ব্যাধিতে আক্রমণের ভয় থাকেনা। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

৪। মনি তৈল—ইহা মস্তিস্ক শীতলকারক, শরীরের দুর্ব্বলতা নাশক, হাত পা জ্বালা নিবারক, মস্তিস্ক ঘূর্ণন বিদূরিত কারক ও গন্ধে অতুলনীয়; ইহা বাজারের অসার পদার্থ নহে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য "সুখপথ প্রদর্শক" বইখানির জন্য পত্র লিখুন। বিনামূল্যে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সল্যুউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কনের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহে কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।০ এক টাকা পাঁচ আন।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৌকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী

কণ্টিক

বসন্তের প্রতিষেধক।

পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।

বিল—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।

লুং—হাঁপানীর উপকারী।

হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে

মূল্য প্রতি ড্রাম ।০ আনা।

দেহে ছুরী বসান আর আবশ্যক হইবে না।

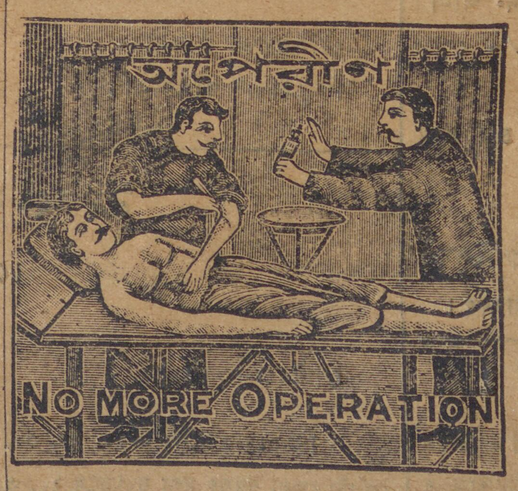

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র **অপেরীণ** ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, টুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী এবং শরীরের যে কোন স্থানের ফোড়া, ভগন্দর প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্যলাভ করিতেছেন। প্রারম্ভে লাগাইলেই বসিয়া যায় এবং বিলম্বে লাগাইলেই ফাটাইয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করে। এ বৎসর কংগ্রেস একজিবিসনে ও অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেন্সে বহু সংখ্যক খ্যাতনামা ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

"দামোদর সুধা" ম্যালেরিয়া জ্বরে ॥৶০ "রত্নাকর সালসা" রক্ত পরিষ্কারে ১।০
দুর্ব্বলের বল বাড়ে "ভাইট্যালীন" সেবনে ১৲, কলেরাতে "স্পিরিট ক্যাম্ফর" রাখুন যতনে ।৶০
"সুশীতল তৈল" মস্তিষ্ক শীতলে ১৲, নষ্ট হয় চর্ম্মরোগ "একজিন" মাখিলে ॥০

সোল প্রোঃ ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা দিয়া থাকি।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত